মেহেরপুরে ভৈরব সাহিত্য সাংস্কৃতিক চত্বরের উদ্যোগে মহান বিজয় দিবস পালন

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর জেলার অন্যতম সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন ভৈরব সাহিত্য সাংস্কৃতিক চত্বরএর আয়োজনে আলোচনা সভা, কবিতা পাঠ ও সম্মাননা স্মারক প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রবিবার বিকেলে মেহেরপুর প্রেসক্লাব মিলনায়তনে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ভৈরব সাহিত্য সাংস্কৃতিক চত্বরের সভাপতি আলহাজ্ব অ্যাডভোকেট এম. আনোয়ার হোসেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সিনিয়র সহ-সভাপতি ডা. এম. এ. বাশার। বিশেষ অতিথি ছিলেন সহ-সভাপতি নূরুল আহমেদ ও সহ-সভাপতি রফিকুল আলম।

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের সহযোগী অধ্যাপক (অবসরপ্রাপ্ত) আব্দুল মজিদ, ভৈরব সাহিত্য সাংস্কৃতিক চত্বরের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সায়েদুর রহমান সাজু, নাট্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক সাইদুর রহমান, কবি ও সাংবাদিক জি. এফ. মামুন লাকী, নির্বাহী কমিটির সদস্য নিলুফার বানু, কবি বাশরী মোহন দাস, কবি আবুল হাসেমসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।

বিজয় দিবস-২০২৫ উপলক্ষে আইন, সমাজসেবা ও সংগঠনে বিশেষ অবদানের জন্য ভৈরব সাহিত্য সাংস্কৃতিক চত্বরের সভাপতি আলহাজ্ব অ্যাডভোকেট এম. আনোয়ার হোসেন, চিকিৎসা ও সমাজসেবায় অবদানের জন্য সিনিয়র সহ-সভাপতি ডা. এম. এ. বাশার এবং কবিতা ও গীতিকলাপের জন্য কবি ও গীতিকার ম. গোলাম মোস্তফাকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠ করেন কবি ম. গোলাম মোস্তফা, বাশরী মোহন দাস, সায়েদুর রহমান সাজু, এস. এম. এ. মান্নান, শহিদুল ইসলাম কানন, রফিকুল ইসলাম, মহিবুল ইসলাম, আসাদুল ইসলাম খোকন, মাইশা ফারজানা ঐশী, ফাতেমা ফিরোজসহ আরও অনেকে।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ভৈরব সাহিত্য সাংস্কৃতিক চত্বরের সাধারণ সম্পাদক মেহের আমজাদ।

দামুড়হুদায় জাতীয় প্রবাসী ও আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস পালন

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় জাতীয় প্রবাসী দিবস ও আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস উদযাপন উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে প্রথমে পরিষদ চত্বর থেকে একটি র্যালি বের হয়। র্যালি শেষে পরিষদের সভাকক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শারমিন আক্তারের সভাপতিত্বে এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মশিউর রহমান, দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি (তদন্ত) সুলতান মাহমুদ, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশ, উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা হারুন অর রশীদসহ উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা- কর্মচারী ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ।

আলোচনা সভায় বক্তারা প্রশিক্ষণ নিয়ে বিদেশে যাওয়ার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। তারা বলেন, বিদেশে যাওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট দেশের ভাষা এবং যে কাজে যাবেন সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা জরুরি। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হলে ভালো বেতন পাওয়ার পাশাপাশি মালিক পক্ষের সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব হয়।

বক্তারা আরও বলেন, বিদেশগামীদের কোনোভাবেই দালালের খপ্পরে পড়া যাবে না। বিভিন্ন দালাল লোভনীয় প্রস্তাব দিয়ে মানুষকে বিদেশে নিয়ে গিয়ে নানাভাবে হয়রানির শিকার করছে, এমনকি মৃত্যুর ঘটনাও ঘটছে। এসব সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে সঠিক ও বৈধ পথে বিদেশ যাওয়া প্রয়োজন।

এ জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো বিশেষ করে বৈদেশিক মন্ত্রণালয় ও জনশক্তি রপ্তানি ব্যুরোকে আরও শক্তিশালী করে দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনশক্তি বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন বক্তারা।

মেহেরপুরের আমঝুপিতে মহান বিজয় দিবস পালন

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের আয়োজনে ৫৪তম মহান বিজয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়েছে।

দিবসটি উপলক্ষে মঙ্গলবার সকাল ৭টায় বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. রুহুল আমিন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সহকারী প্রধান শিক্ষক হাফিজুর জামান। সকাল ৯টায় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে একটি বিজয় র্যালি বের হয়ে আমঝুপি ইউনিয়নের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

র্যালি শেষে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন প্রধান শিক্ষক মো. রুহুল আমিন ও সহকারী প্রধান শিক্ষক হাফিজুর জামান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সহকারী শিক্ষক হাবিবুর রহমান, মাহাবুব হাসান, বসির আহমেদ, রাফিউল ইসলাম, রকিবুল ইসলাম, ফারাহ হোসেন, লিটন, তুষার আহমেদ, গাজিউর রহমান, রকিবুল ইসলাম রিপন, ইব্রাহিম খলিল, নারগিস চৌধুরী, শাহানাজ খাতুন, রুবেল আহমেদ এবং কম্পিউটার শিক্ষক হাবিব।

এছাড়াও সকাল ৭টায় আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আহমদ আলী। এ সময় সহকারী শিক্ষক ফয়জুল কবির উপস্থিত ছিলেন।

অন্যদিকে, আমঝুপি মডেল হাফিজিয়া মাদ্রাসায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক শহিদুল ইসলাম সুমন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন মাদ্রাসার সেক্রেটারি ফারুক হোসেন ও সভাপতি তানসিন আহমেদ।

মুজিবনগরে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস পালন

মুজিবনগরে যথাযোগ্য মর্যাদায় ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উদযাপিত হয়েছে।

মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের দিনব্যাপী আয়োজনের প্রথম পর্বে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ৩১ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে দিবসটির শুভ সূচনা করা হয়। এরপর মহান মুক্তিযুদ্ধসহ সকল শহীদদের প্রতি সম্মান জানাতে মুজিবনগর

মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সের স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়।
পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদা, মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) জাহেদুর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ, মুক্তিযোদ্ধা সন্তান কমান্ড, আনসার ও ভিডিপি, ট্যুরিস্ট পুলিশ, মুজিবনগর প্রেসক্লাব, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, উপজেলা টেকনিক্যাল কলেজ, গুডনেইবারস মেহেরপুর সিডিপিসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা।

পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গণে জাতীয় সংগীতের তালে তালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এরপর বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা এবং জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নিহত ও আহতদের মাগফিরাত ও সুস্থতা কামনা করে দোয়া করা হয়।

বিজয় দিবস উদযাপনের দ্বিতীয় পর্বে সকাল ৯টায় উপজেলা পরিষদ চত্বরে উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদা ও মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ জাহেদুল ইসলাম জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে কর্মসূচির সূচনা করেন। পরে মনোমুগ্ধকর কুচকাওয়াজ, বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীদের ডিসপ্লে, শিক্ষার্থীদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, অতিথিদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারকে সংবর্ধনা প্রদান এবং বিজয় মেলার উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় পর্বের অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

বিজয় দিবস উদযাপনের তৃতীয় পর্বে বিকেলে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ এবং মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

আলমডাঙ্গায় আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস পালন

“দুর্নীতির বিরুদ্ধে তারুণ্যের ঐক্য, গড়বো আগামীর শুদ্ধতা” এবং “রুখতে দুর্নীতি, গড়বো দেশ হবে সোনার বাংলাদেশ” এই প্রতিপাদ্যে চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস ২০২৫ পালন করা হয়েছে।

দিবসটি উপলক্ষে গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৯টায় উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের সামনে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে জাতীয় ও দুর্নীতি দমন কমিশনের পতাকা উত্তোলন করা হয়। পরে উপজেলা প্রশাসন ও ফায়ার সার্ভিসসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রোভার স্কাউট, এনজিওর সদস্যদের নিয়ে দুর্নীতি দমন কমিশনের ব্যানারসহ একটি র্যালি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে উপজেলা চত্বরে মিলিত হয়। এরপর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি ডা. আলহাজ্ব লিয়াকত আলীর সভাপতিত্বে এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সদস্য সহকারী অধ্যাপক একে এম ফারুকের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী অফিসার আশীষ কুমার বসু।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বলেন, দুর্নীতি শুধু দেশ ও মানুষের ক্ষতি করে না, যে ব্যক্তি দুর্নীতি করে সেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শুধু সরকারি কর্মকর্তা নয়, বর্তমানে ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। কেউ নিজের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করলেও সেটি দুর্নীতির মধ্যে পড়ে। তিনি আরও বলেন, শুধু আইনের ভয়ে নয়, নৈতিকতার জায়গা থেকেও দুর্নীতি

থেকে দূরে থাকা সম্ভব।

আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মোঃ মাহমুদুল হক, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. শারমিন আক্তার, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা উদয় রহমান, ওসি তদন্ত আসগার আলী, হারদী এমএস জোহা ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক একে এম ফারুক, দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন, বণিক সমিতির সভাপতি আরেফিন মিয়া মিলন, মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জিয়াউল হক, ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা মামুন হোসেন, আইসিটি কর্মকর্তা স্নিগ্ধা দাস, আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের প্রভাষক ড. মাহবুবুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক মিজানুর রহমান, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের একাডেমিক সুপারভাইজার ইমরুল হক।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান ইলিয়াস হোসেন, পল্লী উন্নয়ন ব্যাংকের ব্যবস্থাপক আনোয়ার হোসেন, এরশাদপুর একাডেমির প্রধান শিক্ষক ফজলুল হক শামিম, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা প্রশান্ত কুমার দে, আলমডাঙ্গা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আসাদুল ইসলাম, প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সিনিয়র সাংবাদিক হামিদুল ইসলাম, রোভার স্কাউটসের সদস্য এবং বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

সভা শুরুর আগে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন প্রধান শিক্ষক ফজলুল হক।

মুজিবনগরে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বেগম রোকেয়া দিবস পালন

“নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা বন্ধে ঐক্যবদ্ধ হই, ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিত করি” এই প্রতিপাদ্যে মুজিবনগরে আলোচনা সভা

এবং অদম্য নারীদের পুরস্কার বিতরণের মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বেগম রোকেয়া দিবস।

উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের আয়োজনে মঙ্গলবার সকাল ১১টার সময় উপজেলা পরিষদ হলরুমে আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে দিবসটি পালন করা হয়।

মুজিবনগর উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সেলিম রেজার সভাপতিত্বে এবং উপজেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক নয়নতারা নিশাতের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মামুন উদ্দিন আল আজাদ, মুজিবনগর থানার তদন্ত কর্মকর্তা গৌতম কুমার, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার হাফিজুর রহমান, মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজের প্রাক্তন শিক্ষক প্রফেসর বাকের আলী এবং মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সি ওমর ফারুক প্রিন্স।

আলোচনা সভা শেষে সমাজে অসামান্য অবদান রাখার জন্য ‘অদম্য নারী’ ক্যাটাগরিতে ৫ জন নারীকে সম্মাননা স্মারক ও পুরস্কার দেওয়া হয়।

বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পুরস্কারপ্রাপ্ত অদম্য নারীরা হচ্ছেন অর্থনৈতিকভাবে সাফল্য অর্জনকারী নারী: উপজেলার ভবেরপাড়া গ্রামের গাবু মন্ডল ও পাউমিলা মন্ডলের মেয়ে সন্ধ্যা মন্ডল। শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে সফলতা অর্জনকারী নারী: উপজেলার মোনাখালী গ্রামের রেজাউল মির ও ফুলমালা খাতুনের মেয়ে ঈশিতা পারভীন রিক্তা। সফল জননী নারী: উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামের আলিমুদ্দিন মন্ডল ও জোবেদা খাতুনের মেয়ে রোকেয়া খাতুন। নির্যাতনের দুঃস্বপ্ন মুছে জীবনসংগ্রামে জয়ী নারী: উপজেলার ভবেরপাড়া গ্রামের বুধন মন্ডল ও লক্ষ্মী মন্ডলের মেয়ে ভেরুনিকা মন্ডল।

সমাজ উন্নয়নে অসামান্য অবদানকারী নারী: উপজেলার ভবেরপাড়া গ্রামের লিয়াকত আলী খান ও সনাতন বিবির মেয়ে রেহেনা খাতুন।
অদম্য নারীদের স্বীকৃতি হিসেবে তাঁদের হাতে সম্মাননা স্মারক এবং পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

মুজিবনগরে ভুল ব্যানারে আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস পালন

“দুর্নীতির বিরুদ্ধে তারুণ্যের ঐক্য, গড়বে আগামীর শুদ্ধতা” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির আয়োজনে এবং উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় মুজিবনগরে আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস ও “দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধে করণীয়” শীর্ষক আলোচনা সভা পালিত হয়েছে।

তবে আয়োজক ও সহযোগী উভয় পক্ষই ভুল ব্যানারে কর্মসূচি পালন করে সমালোচনার জন্ম দিয়েছেন। এ ছাড়া মুজিবনগর থানার সাবেক ওসিকে বিশেষ অতিথি করা এবং নিজেদের মধ্যে ক্রেস্ট প্রদান নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

মঙ্গলবার সকাল ৯টায় মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ চত্বরে পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিবসটির শুভ সূচনা করা হয়। পতাকা উত্তোলন শেষে উপজেলা পরিষদ চত্বরে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধন শেষে উপজেলা পরিষদ অডিটরিয়ামে ভুল ব্যানার টানিয়ে “দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধে করণীয়” শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সহ-সভাপতি ওমর ফারুক প্রিন্সের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাইফুল হুদা। বিশেষ অতিথি ছিলেন মুজিবনগর থানার সাবেক ওসি মিজানুর রহমান। আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মামুন উদ্দীন আল আজাদ, মুজিবনগর থানার ওসি (তদন্ত) গৌতম কুমার, উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সাধারণ সম্পাদক বাকের আলী।

আলোচনা সভা শেষে সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করেন অনুষ্ঠানের সহযোগী উপজেলা প্রশাসনের পক্ষে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাইফুল হুদা, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মামুন উদ্দীন আল আজাদ, উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সহ-সভাপতি ওমর ফারুক প্রিন্স, সাধারণ সম্পাদক বাকের আলী, সহ-সভাপতি শাহানাজ খাতুন এবং সদস্য ইয়ামিন

ইসলাম।

মানববন্ধন ও আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা- কর্মচারীরা।

ঝিনাইদহে হানাদার মুক্ত দিবস পালন

শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় ঝিনাইদহে পালিত হলো হানাদারমুক্ত দিবস। ১৯৭১ সালের এই দিনে ৬ ডিসেম্বরপাক হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে মুক্তিকামী সাহসী মুক্তিযোদ্ধারা ঝিনাইদহকে মুক্ত ঘোষণা করেন। শনিবার (৬ ডিসেম্বর) সকালে দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে শহরের পুরাতন ডিসি কোর্ট চত্বর থেকে জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের উদ্যোগে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে চুয়াডাঙ্গা বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে শেষ হয়।
পরে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গণে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান, ঝিনাইদহের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক এ বি এম খালিদ হাসান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইমরান জাকারিয়া, জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ জেলা কমান্ডের আহ্বায়ক আব্দুল মজিদ মাস্টার, যুগ্ম আহ্বায়ক কামালুজ্জামান, জেলা দোকান মালিক সমিতির সভাপতি আনোয়ারুল ইসলাম বাদশাসহ অন্যান্য বক্তারা বক্তব্য রাখেন। সেসময় বক্তারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হওয়ার আহ্বান জানান। তারা বলেন, শহীদদের ত্যাগকে স্মরণ করে প্রজন্মকে দেশ গড়ার কাজে সম্পৃক্ত করতে হবে। স্বাধীনতার চেতনাকে সমুন্নত রাখা এবং মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরাই হবে আজকের প্রতিজ্ঞা।

ঝিনাইদহে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ দিবস পালন

‘নারীর জন্য রাজনীতি করি, সহিংসতা রোধে একসাথে লড়ি’ এ শ্লোগানে ঝিনাইদহে নারীর প্রতি সহিংসতার প্রতিবাদে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ দিবস উপলক্ষে বুধবার সকালে শহরের পায়রা চত্বরে এ কর্মসূচির আয়োজন করে দুর্বার নেটওয়ার্ক ও ওয়েলফেয়ার এফোর্টস। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের সদস্য, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ নানা শ্রেনীপেশার মানুষ অংশ নেয়। সেসময় দুর্বার নেটওয়ার্কের সদস্য শরিফা খাতুন, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এন এম শাহজালাল, হাফিজুর রহমান, মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক বাবলু কুমার কুন্ডু, উই এর প্রজেক্ট অফিসার রশিদা খাতুনসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা নারীদের প্রতি সহিংসতার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে নির্যাতন বন্ধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। পাশাপাশি রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, সামাজিক সচেতনতা এবং আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে সহিংসতা প্রতিরোধে সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

মেহেরপুরে আইডিইবির ৫৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ (আইডিইবি) এর ৫৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে।

আইডিইবি মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে আজ সোমবার সকালে সড়ক ও জনপদ (সওজ) অফিস প্রাঙ্গণে আলোচনা সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

আইডিইবি মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি আনিসুজ্জামান বকুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক আলিমুজ্জামান, শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক রশিদুল ইসলাম বোরহান, গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রহমান ও আমিনুল ইসলাম প্রমুখ।

এর আগে এক বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয়। জেলা শাখার সভাপতি আনিসুজ্জামান বকুল ও সাধারণ সম্পাদক আলিমুজ্জামানের নেতৃত্বে র্যালিটি পৌর কমিউনিটি সেন্টার হলের সামনে থেকে শুরু হয়ে বাদ্যের তালে তালে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে সড়ক ও জনপদ বিভাগের সামনে গিয়ে শেষ হয়।